রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১২, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ১১ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৬.০০.০০০০.০০০.০৬১.২২.০০১০.২৬.৯৫—যেহেতু, উদ্ভাবন নির্ভর ও জ্ঞানভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার একটি শক্তিশালী ও টেকসই স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম গড়ে তোলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে;

যেহেতু তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী ধারণাকে বাজারজাতযোগ্য পণ্য ও সেবায় রূপান্তর, নতুন স্টার্টআপ সৃষ্টি ও বিকাশ, কর্মসংস্থান সৃজন, রপ্তানি সক্ষমতা অর্জন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের স্টার্টআপকে সরকারি আর্থিক সহায়তা তথা অনুদান প্রদান আবশ্যক বলে সরকার মনে করে;

যেহেতু বর্তমান বিশ্বে স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা উন্নয়নকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে;

যেহেতু স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক, জবাবদিহিমূলক এবং ফলাফলভিত্তিক (Result-based) পদ্ধতিতে সরকারি অনুদানের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে স্টার্টআপ অনুদান প্রদান, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য একটি সুসংহত নীতিমালা প্রণয়ন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল, যথা:—

মূল্য : টাকা ৪০.০০

প্রথম অধ্যায়

শিরোনাম, প্রয়োগ, উদ্দেশ্য ও সংজ্ঞা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই নীতিমালা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত স্টার্টআপ অনুদান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন নীতিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হবে।

(২) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। প্রয়োগ।—এই নীতিমালা সরকারের অর্থায়নে অথবা সরকার অনুমোদিত বরাদ্দ হতে পরিচালিত সে সকল স্টার্টআপ অনুদান, প্রি-সিড অনুদান, প্রযুক্তি নির্ভর উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য স্টার্টআপ সহায়তা কর্মসূচি যা পরিচালনার জন্য নিজস্ব নীতিমালা নেই সেসকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩। উদ্দেশ্য।—এই নীতিমালার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) দেশে উদ্ভাবনভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;

(খ) উদ্ভাবনী ধারণাকে বাজারযোগ্য পণ্য ও সেবায় রূপান্তরে সহায়তা প্রদান করা;

(গ) প্রাথমিক এবং পরবর্তী/গ্রোথ পর্যায়ের স্টার্টআপের জন্য স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও জবাবদিহিমূলক অনুদান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

(ঘ) উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বিনিয়োগ আকর্ষণে সহায়তা করা;

(ঙ) সরকারি অনুদানের কার্যকর ও উদ্দেশ্যানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(চ) ফলাফলভিত্তিক অর্থায়ন (Result-based Financing) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা;

(ছ) উদ্যোক্তাদের মেন্টরিং, সক্ষমতা উন্নয়ন, বাজার সংযোগ ও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রস্তুতিতে সহায়তা করা;

(জ) জাতীয় স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করা;

(ঝ) আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্টার্টআপ তৈরিতে সহায়তা করা;

(ঞ) মানসম্পন্ন এক্সেলারেটর প্লাটফর্ম তৈরি করা এবং সুখ্যাতি-সম্পন্ন গ্লোবাল এক্সেলারেটর বাংলাদেশে প্রচলনে সহায়তা করা;

(ট) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন অনুদানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা ও প্রয়োজনবোধে সমন্বয় করা।

৪। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

(১) **"অনুদান"** অর্থ নির্ধারিত উদ্দেশ্যে ও শর্তে প্রদত্ত এমন সরকারি আর্থিক সহায়তা;

(২) **"ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস ব্রিজ অনুদান (Investment Readiness Bridge Grant)"** ব্যবসার নির্দিষ্ট অনুদান বা গবেষণা শেষে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ে 'ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস' বা বিনিয়োগের উপযোগী করার জন্য সীমিত মেয়াদে (সর্বোচ্চ ৬ মাস) প্রদত্ত আর্থিক অনুদান;

(৩) **"উদ্যোক্তা"** অর্থ স্টার্টআপের প্রতিষ্ঠাতা, সহ-প্রতিষ্ঠাতা বা উদ্যোগ পরিচালনাকারী ব্যক্তি;

(৪) **"কর্মসম্পাদন সূচক (KPI)"** অর্থ অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কর্মসম্পাদন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচক;

(৫) **"নির্বাচন কমিটি"** অর্থ পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটি;

(৬) **"প্রযুক্তি"** অর্থ তথ্যপ্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিপটেক, কৃষি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা প্রযুক্তি, জলবায়ু প্রযুক্তি, ফিনটেক, সাইবার নিরাপত্তা, রোবোটিক্স, সেমিকন্ডাক্টর, মহাকাশ প্রযুক্তি, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য প্রযুক্তি;

(৭) **"প্রি-সিড অনুদান"** অর্থ প্রাথমিক ধারণা (Idea) অথবা প্রোটোটাইপ উন্নয়নের/মার্কেট রিসার্চের জন্য প্রদত্ত প্রাথমিক অনুদান;

(৮) **প্রোটোটাইপ অনুদান (Prototype Development Grant)**: ধারণাকে কার্যকর প্রোটোটাইপে রূপান্তরের জন্য এই অনুদান প্রদান করা যাবে, যা প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার উন্নয়ন, পরীক্ষণ এবং প্রযুক্তিগত যাচাইয়ে ব্যবহৃত হবে;

(৯) **"ব্রিজ অনুদান"** অর্থ ব্যবসার নির্দিষ্ট অনুদান/রিসার্চ শেষে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ে ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস এর জন্য সীমিত মেয়াদে (৬ মাসের বেশি নয়) প্রদত্ত আর্থিক অনুদান;

(১০) **"মাইলস্টোন"** অর্থ অনুদান চুক্তিতে নির্ধারিত কর্মসম্পাদনের সময়ভিত্তিক পর্যায় বা ধাপ;

(১১) **"সরকার"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;

(১২) **"সিড অনুদান"** অর্থ ন্যূনতম কার্যকর পণ্য (Minimum Viable Product), বাজারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করা অথবা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রদত্ত অনুদান;

(১৩) **"স্টার্টআপ"** অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত এমন একটি প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন নির্ভর নতুন উদ্যোগ, যা প্রযুক্তি বা মেধাসম্পদ ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ বা বৈশ্বিক চাহিদা পূরণে নতুন পণ্য, সেবা বা প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করে এবং দ্রুত সম্প্রসারণক্ষম (Scalable) হয়ে দ্রুত ও টেকসই প্রবৃদ্ধি ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে প্রি-সিড, সিড বা গ্রোথ পর্যায়ে বিনিয়োগযোগ্য:

তবে, কোনো বিদ্যমান প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা পুনর্গঠন, বিভাজন বা ভেঙে নতুন প্রতিষ্ঠান গঠনের মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্যোগকে স্টার্টআপ হিসেবে গণ্য করা হবে না;

(১৪) **"স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্ম"** অর্থ সরকার-অনুমোদিত জাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, যার মাধ্যমে আবেদন, মূল্যায়ন, অনুদান ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল করা হবে; এবং

(১৫) **"স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest)"** অর্থ এমন কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক, পারিবারিক বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক, যা কোনো ব্যক্তির নিরপেক্ষ দায়িত্ব পালনকে প্রভাবিত করতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মূলনীতি, পরিচালন নীতি এবং স্টার্টআপ উন্নয়নের ধাপ

৫। মূলনীতি।—স্টার্টআপ অনুদান ব্যবস্থাপনা নিম্নবর্ণিত মূলনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হবে, যথা:—

(১) **অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Economic Growth and Employment Generation):** অনুদান এমন সকল উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেবে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে টেকসই প্রবৃদ্ধি, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উদ্যোক্তা তৈরিতে কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম;

(২) **উদ্ভাবন (Innovation):** অনুদান এমন সকল উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দেবে, যা নতুন প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী পণ্য, সেবা, কার্য, ব্যবসায়িক মডেল অথবা সামাজিক সমস্যার কার্যকর সমাধান প্রদান করে;

(৩) **স্বচ্ছতা (Transparency):** অনুদান প্রদান, মূল্যায়ন, অর্থছাড়, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষাসহ সকল কার্যক্রম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এবং নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী সম্পন্ন হবে;

(৪) **জবাবদিহিতা (Accountability):** অনুদানপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং নির্ধারিত সময়ে অগ্রগতি প্রতিবেদন, আর্থিক বিবরণী ও কর্মসম্পাদনের তথ্য দাখিল করবে;

(৫) **প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন (Competitive Selection):** যোগ্য সকল আবেদনকারীর জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে প্রতিযোগিতামূলক, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে;

(৬) **ফলাফলভিত্তিক অর্থায়ন (Result-Based Financing):** অনুদান এককালীন প্রদান না করে নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) ও মাইলস্টোন অর্জনের ভিত্তিতে একাধিক পর্যায়ে প্রদান করা হবে;

(৭) **অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ (Inclusiveness):** নারী উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উদ্ভাবক, প্রান্তিক অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি এবং সামাজিক উদ্যোগকে যথাযথ অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে;

(৮) **ন্যায্যতা ও বৈষম্যহীনতা (Fairness and Non-discrimination):** ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, অঞ্চল, সামাজিক অবস্থান বা রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না;

(৯) **সুশাসন (Good Governance):** সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অর্থ ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সুশাসনের নীতি অনুসরণ করা হবে;

(১০) **টেকসই উন্নয়ন (Sustainability):** অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপকে দীর্ঘমেয়াদে টেকসই ব্যবসায়িক মডেল, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক মূল্য সংযোজনের সক্ষমতা অর্জনে উৎসাহিত করা হবে;

(১১) **ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা (Digital-by-Default):** আবেদন, মূল্যায়ন, চুক্তি, অর্থছাড়, পর্যবেক্ষণ, প্রতিবেদন, নিরীক্ষা এবং তথ্য সংরক্ষণ সম্পূর্ণরূপে জাতীয় স্টার্টআপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে;

(১২) **অংশীদারিত্ব (Partnership):** সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ইনকিউবেটর, অ্যাক্সেলারেটর, উন্নয়ন সহযোগী, শিল্পখাত এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সমন্বিত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে;

(১৩) **আন্তর্জাতিক মান (Global Standard):** স্টার্টআপ নির্বাচন, অনুদান ব্যবস্থাপনা, মেন্টরিং, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং বিনিয়োগ প্রস্তুতিতে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চা (Best Practices) অনুসরণ করা হবে; এবং

(১৪) **যথাযথ যাচাই-বাছাই (Due Diligence):** অনুদান অনুমোদন, চুক্তি সম্পাদন ও অর্থছাড়ের পূর্বে আবেদনকারীর আইনগত পরিচয় ও নিবন্ধন, দাখিলকৃত তথ্য ও আর্থিক বিবরণীর সত্যতা, উদ্যোগের মৌলিকত্ব, একই প্রকল্পের জন্য অন্য কোনো উৎস হতে গৃহীত অর্থায়ন এবং স্বার্থের সংঘাত সম্পর্কে যথাযথ যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হবে।

৬। পরিচালন নীতি।—স্টার্টআপ অনুদান কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত পরিচালন নীতির আলোকে বাস্তবায়িত হবে, যথা:—

(১) সরকার একটি সমন্বিত জাতীয় স্টার্টআপ অনুদান ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (National Startup Grant Management System) প্রতিষ্ঠা করবে;

(২) সকল আবেদন, মূল্যায়ন, অনুমোদন, অর্থছাড়, প্রতিবেদন, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষা একটি একীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে;

(৩) আবেদনসমূহ প্রযোজ্যতা অনুযায়ী সর্বোচ্চ তিনটি পর্যায়ে মূল্যায়ন করা হবে, যথা:—

(ক) প্রথম পর্যায়: আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই;

(খ) দ্বিতীয় পর্যায়: পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সুপারিশ; এবং

(গ) তৃতীয় পর্যায়: চূড়ান্ত অনুমোদন;

(৪) আবশ্যকভাবে যথাযথ যাচাই-বাছাই (Due Diligence), মাঠ পর্যায়ে যাচাই, সরকারি বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক তৃতীয় পক্ষের মূল্যায়ন পরিচালনা করতে হবে;

(৫) অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিটি স্টার্টআপের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক (KPI), মাইলস্টোন এবং সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে;

(৬) অনুদান নির্ধারিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো খাতে ব্যবহার করা যাবে না;

(৭) অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপকে মেন্টরিং, ইনকিউবেশন, অ্যাক্সেলারেশন, বিনিয়োগ প্রস্তুতি, ব্যবসায় উন্নয়ন, বাজার সংযোগ এবং আন্তর্জাতিকীকরণ সহায়তা প্রদান করা যাবে;

(৮) সকল অনুদান কার্যক্রম বার্ষিক নিরীক্ষা, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং প্রভাব মূল্যায়নের আওতাভুক্ত হবে;

(৯) সরকার প্রয়োজনবোধে খাতভিত্তিক বিশেষ অনুদান কর্মসূচি (যেমন-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, কৃষি প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, জলবায়ু প্রযুক্তি, ডপি টেক (DOPI Tech), সেমিকন্ডাক্টর, রোবটিক্স, প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি, সৃজনশীল অর্থনীতি ইত্যাদি) যা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনা করতে পারবে;

(১০) একই উদ্যোগ বা প্রকল্পের জন্য একাধিক সরকারি উৎস হতে অনুদান প্রদান পরিহারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে এবং খাতভিত্তিক কর্মসূচির মধ্যে দ্বৈততা (Duplication) পরিহার নিশ্চিত করা হবে।

৭। স্টার্টআপ উন্নয়নের ধাপ।—স্টার্টআপ উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ প্রস্তুতির লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ধাপভিত্তিক সহায়তা কাঠামো অনুসরণ করা হবে, যথা:—

(১) ধাপ-১: প্রি-আইডিয়েশন ও আইডিয়া উন্নয়ন (Pre-Ideation and Idea Development)-প্রি-আইডিয়েশন ও আইডিয়া উন্নয়নের জন্য নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে, যথা:—

(ক) উদ্ভাবনী ধারণা শনাক্তকরণ;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও তৃণমূল পর্যায়ে উদ্যোক্তা অনুসন্ধান;

(গ) দল গঠন;

(ঘ) প্রাথমিক মেন্টরিং;

(ঙ) সমস্যা বিশ্লেষণ; এবং

(চ) ধারণা যাচাই ও প্রাথমিক অনুদান প্রদান;

(২) ধাপ-২: প্রোটোটাইপ ও ভ্যালিডেশন (Prototype and Validation)-প্রোটোটাইপ ও ভ্যালিডেশন এর জন্য নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে, যথা:—

(ক) প্রোটোটাইপ উন্নয়ন;

(খ) ন্যূনতম কার্যকর পণ্য (MVP) তৈরি;

(গ) ব্যবহারকারী যাচাই;

(ঘ) বাজার যাচাই; এবং

(ঙ) প্রযুক্তিগত পরীক্ষা ও ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়ন;

(৩) **ধাপ-৩: ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস ও ব্রিজ ফান্ডিং (Investment Readiness and Bridge Funding)**-ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস ও ব্রিজ ফান্ডিং এর জন্য নিম্নরূপ বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে, যথা:—

(ক) পণ্য উন্নয়ন;

(খ) বাজার সম্প্রসারণ;

(গ) বিক্রয় বৃদ্ধি;

(ঘ) বিনিয়োগ প্রস্তুতি;

(ঙ) ডিউ ডিলিজেন্স; এবং

(চ) কর্পোরেট সুশাসন ও অ্যাক্সেলারেশন কার্যক্রম।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুদানের ধরন, সীমা, অর্থায়নের উৎস ও অগ্রাধিকার খাত

৮। **অনুদানের ধরন।**—স্টার্টআপের বিকাশের বিভিন্ন ধাপ, প্রযুক্তিগত পরিপক্কতা এবং অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এই নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত অনুদান প্রদান করা যাবে, যথা:—

(ক) **আইডিয়া অনুদান (Idea Grant)।**—উদ্ভাবনী ধারণা, গবেষণালব্ধ ফলাফল অথবা সমস্যা-সমাধানভিত্তিক নতুন ব্যবসায়িক ধারণা উন্নয়নের জন্য এই অনুদান প্রদান করা যাবে এবং এই অনুদানের মাধ্যমে ধারণা যাচাই, দল গঠন, বাজার সমীক্ষা, প্রাথমিক গবেষণা, ডিজাইন এবং ধারণা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(খ) **প্রোটোটাইপ অনুদান (Prototype Development Grant)।**—ধারণাকে কার্যকর প্রোটোটাইপে রূপান্তরের জন্য এই অনুদান প্রদান করা যাবে এবং এই অনুদানের অর্থ প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যার উন্নয়ন, পরীক্ষণ, ব্যবহারকারী অভিজ্ঞতা ডিজাইন এবং প্রযুক্তিগত যাচাইয়ে ব্যবহার করা যাবে।

(গ) **প্রি-সিড অনুদান (Pre-Seed Grant)।**—ন্যূনতম কার্যকর পণ্য (MVP) তৈরির লক্ষ্যে প্রি-সিড পর্যায়ের স্টার্টআপকে এই অনুদান প্রদান করা যাবে এবং এই অনুদানের মাধ্যমে MVP উন্নয়ন, বাজার যাচাই, প্রাথমিক গ্রাহক অর্জন, ব্যবসায়িক মডেল উন্নয়ন এবং মেন্টরিং ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(ঘ) **সিড অনুদান (Seed Grant)।**—বাণিজ্যিকীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব অর্জনের জন্য প্রস্তুত স্টার্টআপকে সিড অনুদান প্রদান করা যাবে এবং এই অনুদান পণ্য পরিমার্জন, বিপণন, গ্রাহক অর্জন, ব্যবসায় উন্নয়ন, সনদায়ন, মেধাস্বত্ব নিবন্ধন এবং পরিচালন সম্প্রসারণে ব্যবহার করা যাবে।

(ঙ) **ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস ব্রিজ অনুদান (Investment Readiness Bridge Grant)**।—বিনিয়োগ প্রাপ্তির পূর্ববর্তী সময়ে স্টার্টআপের কার্যক্রম সচল রাখার উদ্দেশ্যে ব্রিজ অনুদান প্রদান করা যাবে তবে ব্রিজ অনুদান KPI ও কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে অনুমোদিত হবে। ব্রিজ অনুদান এবং অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে স্টার্টআপগুলোকে ইনভেস্টমেন্ট এর জন্য প্রস্তুত করা হবে।

(চ) **বিশেষ অনুদান (Innovation Special Grant)**।—যেসব স্টার্টআপ দেশি বা বিদেশি বিনিয়োগকারী, উন্নয়ন সহযোগী অথবা সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ফাইন্যান্সিং/বিনিয়োগ সংগ্রহ করবে, সরকার তাদের অনুকূলে ম্যাচিং ফান্ড অথবা সহ-অর্থায়ন প্রদান করতে পারবে।

৯। অনুদানের সীমা।—(১) সরকার সময়ে সময়ে অর্থ বিভাগের মতামত সাপেক্ষে অনুদানের পরিমাণ পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে।

(২) প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ অনুদান প্রদান করা যাবে, যথা:—

স্টার্টআপের ধাপ	অনুদান পরিমাণ
আইডিয়া উন্নয়ন	১ (এক) লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩ (তিন) লক্ষ টাকা
প্রোটোটাইপ ও MVP	৩ (তিন) লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা (তবে, ব্যক্তি পর্যায়ে আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হবে)
ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস, ব্রিজ ও ম্যাচিং ফান্ডিং	১০ (দশ) লক্ষ টাকা হতে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা (তবে, যৌক্তিকতা বিবেচনায় বিশেষ ক্ষেত্রে অনুদানের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে)
বিশেষ উদ্ভাবন কর্মসূচি	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী

(৩) বিশেষ কৌশলগত, জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অথবা উচ্চ প্রভাবসম্পন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক স্টার্টআপের ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনবোধে উপর্যুক্ত সীমার অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(৪) অনুদান মাইলস্টোনভিত্তিক কিস্তিতে প্রদান করা যাবে।

(৫) প্রত্যেক কিস্তি নির্ধারিত কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) ও মাইলস্টোন অর্জনের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে।

(৬) স্কেল-আপ পর্যায়ে ইকুইটি, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল অথবা অন্যান্য বিনিয়োগ সহায়তা সরকারের মালিকানাধীন স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড (Startup Bangladesh Limited) কর্তৃক তার নিজস্ব বিনিয়োগ নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী প্রদান করা হবে।

১০। অর্থায়নের উৎস।—অনুদান কর্মসূচির অর্থায়ন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত স্টার্টআপ বরাদ্দ (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্টার্টআপ বরাদ্দসহ) হতে নির্বাহ করা হবে।

১১। অর্থ ব্যবস্থাপনা।—বরাদ্দের অর্থ কেবল এই নীতিমালার আওতাভুক্ত অনুদান, আনুষঙ্গিক সহায়তা এবং অনুমোদিত পরিচালন ব্যয়ে ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাবে না:

ব্যাখ্যা।—সরকার অনুমোদিত পরিচালন ব্যয় যেমন: যাবতীয় ইকোসিস্টেম উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচারণা, রোড শো, সভা, জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্টার্টআপ সামিট বা ইভেন্ট, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, গ্লোবাল ইভেন্ট, গ্লোবাল এক্সিলারেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ, প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট, ওয়ার্কশপ, মেন্টরিং, নীতিমালায় উল্লিখিত বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের নির্ধারিত সম্মানী, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও পরিচালন, প্রকাশনা, আইসিটি প্রমোশন ও গবেষণা অনুবিভাগের আওতাধীন প্রমোশন, ব্র্যান্ডিং, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম এবং উক্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সম্মানী ও পেশাগত সেবা বাবদ ব্যয় ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও বিশেষায়িত মেন্টর (ব্যক্তি)/সংস্থার মাধ্যমে অনুদান প্রাপ্ত স্টার্টআপদের নিয়মিত মেন্টরিং কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বাৎসরিক ব্যয়ের সংস্থান প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে ব্যয় করা হবে। এই প্রাপ্ত বরাদ্দ থেকে স্বনামধন্য গ্লোবাল এক্সেলারেটরকে বাংলাদেশে চালু করা যাবে এবং এ জাতীয় যাবতীয় সহায়তা প্রদান করা যাবে। স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর ফান্ড অব ফান্ড এ নির্বাচিত ফান্ড ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত/এফিলিয়েটেড এক্সিলারেটরকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

(১) সরকারের পূর্বানুমোদনসাপেক্ষে অর্থ ব্যবস্থাপনার আনুষঙ্গিক ব্যয় যেমনঃ আপ্যায়ন, লজিস্টিক সাপোর্ট এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে এই নীতিমালার আওতায় বর্নিত বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের সম্মানী ও প্রশাসনিক কাজে সহায়তাকারী সহযোগীদের সম্মানিসহ বিভিন্ন ব্যয় বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নির্বাহ করা যাবে।

(২) বর্ণিত পরিচালন ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ প্রতিটি বরাদ্দ ও ব্যয় স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও নথিভুক্ত পদ্ধতিতে এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্রয় আইন ও বিধি অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে এবং অর্থের হিসাব সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক বিধি বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

(৩) অর্থ বছরের শুরুতে স্টার্টআপ অনুদান ব্যতীত পরিচালন ব্যয় ও আনুষঙ্গিক ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয়ের বাজেট বিভাজন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে যা প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা যাবে।

১২। অগ্রাধিকার খাত।—জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্য, শিল্পনীতি, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত খাতসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, যথা:-

(ক) **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT):** সফটওয়্যার, Software as a Service (SaaS), ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং, ব্লকচেইন ও ইন্টারনেট অব থিংস (IoT);

(খ) **ডিপ টেক (Deep Tech):** সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিক্স, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, মহাকাশ প্রযুক্তি, ড্রোন প্রযুক্তি ও অ্যাডভান্সড কম্পিউটিং;

(গ) **ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI):** ডিজিটাল আইডেন্টিটি, ডিজিটাল পেমেন্ট, ডেটা এক্সচেঞ্জ, ডিজিটাল ট্রাস্ট সার্ভিস ও গভটেক;

(ঘ) **কৃষি প্রযুক্তি (AgriTech):** প্রিসিশন এগ্রিকালচার, কৃষি সাপ্লাই চেইন ও খাদ্য প্রযুক্তি;

(ঙ) **স্বাস্থ্য প্রযুক্তি (HealthTech):** টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা, মেডিকেল ডিভাইস ও বায়োটেকনোলজি;

(চ) **শিক্ষা প্রযুক্তি (EdTech):** ডিজিটাল লার্নিং, দক্ষতা উন্নয়ন, লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও অ্যাডাপটিভ লার্নিং;

(ছ) **আর্থিক প্রযুক্তি (FinTech):** ডিজিটাল ব্যাংকিং, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, ডিজিটাল ঋণ ও ইনস্যুরটেক;

(জ) **জলবায়ু ও সবুজ প্রযুক্তি (Climate Tech):** নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কার্বন হ্রাস, বৃত্তাকার অর্থনীতি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) **উৎপাদন ও শিল্প প্রযুক্তি (Industry 4.0):** ম্যানুফ্যাকচারিং, শিল্প অটোমেশন ও ফ্যাক্টরি;

(ঞ) **সৃজনশীল অর্থনীতি (Creative Economy):** গেমিং, অ্যানিমেশন, AR/VR, ডিজিটাল মিডিয়া ও সৃজনশীল কনটেন্ট;

(ট) **বায়োটেক (BioTech):** জিন প্রকৌশল, জিনোমিক্স, সিন্থেটিক বায়োলজি, বায়োইনফরমেটিক্স, বায়োম্যানুফ্যাকচারিং (Biomanufacturing) এবং বায়োফার্মাসিউটিক্যালস (Biopharmaceuticals);

(ঠ) **সামাজিক উদ্ভাবন (Social Innovation):** অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তি, প্রতিবন্ধিতা প্রযুক্তি, জেন্ডার উদ্ভাবন ও গ্রামীণ উদ্ভাবন;

(ড) **সামুদ্রিক প্রযুক্তি (Blue Technology):** সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ প্রযুক্তি, উপকূলীয় ও সমুদ্র পর্যবেক্ষণ, মৎস্য ও জলজ প্রযুক্তি (Aquaculture Tech), সামুদ্রিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং নীল অর্থনীতি প্রযুক্তি;

(ঢ) **শিল্প ও উৎপাদন প্রযুক্তি (Manufacturing Tech):** স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং (থ্রিডি প্রিন্টিং), শিল্প অটোমেশন ও প্রসেস কন্ট্রোল, ম্যাটেরিয়ালস প্রযুক্তি এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল IoT;

(ণ) **পরিবহন প্রযুক্তি (Mobility Tech):** স্মার্ট ট্রান্সপোর্ট ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, বৈদ্যুতিক যানবাহন (EV), স্বয়ংক্রিয় ও সংযুক্ত যান, লজিস্টিকস এবং সাপ্লাই চেইন প্রযুক্তি;

(ত) **জ্বালানি প্রযুক্তি (Energy Tech):** স্মার্ট গ্রিড, শক্তি সঞ্চয় (Energy Storage) ও ব্যাটারি প্রযুক্তি, জ্বালানি দক্ষতা ব্যবস্থাপনা এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি;

(থ) **অ্যাডভান্সড টেকনোলজি (Advanced Technology):** অত্যাধুনিক কম্পিউটিং, উন্নত ম্যাটেরিয়ালস ও ন্যানোপ্রযুক্তি, ফোটোনিক্স, উদীয়মান এবং দ্বৈত-ব্যবহার (Dual-use) প্রযুক্তি; এবং

(দ) **জাতীয় কৌশলগত প্রযুক্তি:** সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন দ্বারা জাতীয় প্রয়োজন অনুসারে অন্যান্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রযুক্তি, উদ্ভাবন অথবা শিল্পখাত অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

ব্যাখ্যা:—অগ্রাধিকার খাত নির্বাচনকালে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, আমদানি-বিকল্প উৎপাদন, জলবায়ু সহনশীলতা, স্থানীয় সমস্যা সমাধান, নারী নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্ভাবন এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

আবেদনকারীর ধরণ ও যোগ্যতা, অযোগ্যতা এবং আবেদন প্রক্রিয়া

১৩। আবেদনকারীর ধরণ।—বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক অথবা নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (NRB) ব্যক্তি, দল বা প্রতিষ্ঠান অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান স্টার্টআপ অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

১৪। যোগ্যতা।—অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করতে হবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে অথবা নন-রেসিডেন্ট বাংলাদেশি (NRB);

(খ) আবেদনকারী কর্তৃক প্রস্তাবিত উদ্যোগটি উদ্ভাবনভিত্তিক (Innovation-driven), প্রযুক্তিনির্ভর (Technology-enabled) এবং সম্প্রসারণযোগ্য (Scalable) হতে হবে;

(গ) উদ্যোগটির সুস্পষ্ট সমস্যা-সমাধানের সক্ষমতা, বাজার সম্ভাবনা এবং টেকসই ব্যবসায়িক মডেল থাকতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীকে নির্ধারিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে হবে;

(চ) আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য, নথি, ব্যবসায় পরিকল্পনা (Business Plan), আর্থিক পরিকল্পনা, পিচ ডেক (Pitch Deck) এবং অন্যান্য নির্ধারিত দলিল দাখিল করতে হবে; এবং

(ছ) আবেদনকারীকে এই নীতিমালা এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল নির্দেশনা প্রতিপালনের লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করতে হবে।

১৫। স্টার্টআপের যোগ্যতা।—স্টার্টআপকে নিম্নবর্ণিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে, যথা:—

(ক) নতুন বা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত পণ্য, সেবা, প্রযুক্তি অথবা ব্যবসায়িক মডেল উদ্ভাবন করতে হবে;

(খ) প্রযুক্তির ব্যবহার অথবা গবেষণাভিত্তিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে মূল্য সংযোজন করতে হবে;

(গ) দ্রুত প্রবৃদ্ধি (High Growth Potential) অর্জনের সম্ভাবনা থাকতে হবে;

(ঘ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিনিয়োগ আকর্ষণ অথবা রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকতে হবে; এবং

(ঙ) আইনগতভাবে পরিচালনাযোগ্য হতে হবে।

১৬। প্রি আইডিয়েশন অনুদান (Pre-Ideation Grant)।—আইডিয়া অনুদানের জন্য আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে, যথা:—

(ক) উদ্যোগটি প্রি-আইডিয়েশন বা আইডিয়া পর্যায়ে থাকতে হবে এবং পূর্ণাঙ্গ প্রোটোটাইপ, এমভিপি, রাজস্ব বা বিদ্যমান গ্রাহক থাকা বাধ্যতামূলক নয়;

(খ) আবেদনকারীকে একটি সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সম্ভাব্য ব্যবহারকারী বা গ্রাহক এবং সমস্যাটির প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) প্রস্তাবিত সমাধানটি নতুন, তাৎপর্যপূর্ণভাবে উন্নত অথবা বিদ্যমান সমাধানের তুলনায় অধিক কার্যকর (আর্থিক, প্রযুক্তিগত, উৎপাদন দক্ষতা ইত্যাদি) হওয়ার যৌক্তিক সম্ভাবনা থাকতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীকে ধারণা যাচাই, গ্রাহক অনুসন্ধান, সমস্যা যাচাই, দল গঠন, প্রাথমিক নকশা বা প্রুফ-অব-কনসেপ্ট উন্নয়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত কর্মপরিকল্পনা দাখিল করতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারী বা উদ্যোক্তা দলের প্রস্তাবিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথেষ্ট সময়, অঙ্গীকার এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতা থাকতে হবে;

(চ) এই পর্যায়ে কোম্পানি নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন বা বিআইএন বাধ্যতামূলক হবে না, তবে দলভিত্তিক আবেদনের ক্ষেত্রে একজন প্রধান আবেদনকারী নির্ধারণ এবং সদস্যদের মধ্যে একটি দলীয় ঘোষণাপত্র বা প্রাথমিক চুক্তি দাখিল করতে হবে;

(ছ) প্রস্তাবিত ব্যয় ধারণা যাচাই, গবেষণা, গ্রাহক সাক্ষাৎকার, প্রাথমিক নকশা, প্রুফ-অব-কনসেপ্ট, প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার বা ক্ষুদ্র উপকরণ এবং অনুমোদিত মেন্টরিং কার্যক্রমে যুক্ত থাকতে হবে; এবং

(জ) যে উদ্যোগ ইতোমধ্যে একটি কার্যকর প্রোটোটাইপ বা এমভিপি তৈরি করেছে, সেটি সাধারণত আইডিয়া অনুদানের জন্য যোগ্য হবে না, তবে নতুন ও পৃথক প্রযুক্তিগত ধারণা বা পণ্য এর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম অনুমোদন করা যেতে পারে।

১৭। **প্রোটোটাইপ ও এমভিপি (Minimum Viable Product)।**—প্রোটোটাইপ ও এমভিপি পর্যায়ে আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারীকে প্রস্তাবিত সমস্যা ও সমাধানের প্রাথমিক যাচাই সম্পন্ন করতে হবে এবং ব্যবহারকারী, গ্রাহক, গবেষণা, জরিপ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ বা অন্য কোনো গ্রহণযোগ্য উৎস থেকে প্রমাণ দাখিল করতে হবে;

(খ) প্রোটোটাইপ উন্নয়নের জন্য আবেদনকারীকে কনসেপ্ট ডিজাইন, প্রযুক্তিগত স্থাপত্য, ওয়ারফ্রেম, ডিজাইন মডেল, ল্যাব ফলাফল অথবা প্রাথমিক প্রুফ-অব-কনসেপ্ট উপস্থাপন করতে হবে;

(গ) এমভিপি উন্নয়নের জন্য আবেদনকারীর একটি কার্যকর প্রোটোটাইপ, প্রদর্শনযোগ্য মূল প্রযুক্তি বা প্রাথমিকভাবে পরীক্ষিত পণ্য থাকতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীকে প্রোটোটাইপ বা এমভিপি নির্মাণ, পরীক্ষণ, ব্যবহারকারী প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ, প্রযুক্তিগত ত্রুটি সংশোধন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কার্যকর ফলাফল অর্জনের পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীকে সম্ভাব্য ব্যবহারকারী বা গ্রাহকের আগ্রহ বা চাহিদার প্রাথমিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, যেমন-সাক্ষাৎকার, জরিপ, ব্যবহারকারী পরীক্ষা, পাইলট, লেটার অব ইন্টেন্ট অথবা প্রাথমিক ব্যবহারকারী তথ্য;

(চ) উদ্যোক্তা দলের মধ্যে পণ্য বা প্রযুক্তি উন্নয়ন, ব্যবহারকারী গবেষণা এবং ব্যবসায়িক বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও ব্যবস্থাপনাগত সক্ষমতা থাকতে হবে অথবা প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, গবেষণাগার, নির্মাতা বা উন্নয়ন অংশীদারের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ থাকতে হবে;

(ছ) আবেদনকারীর একটি প্রাথমিক মূল্য প্রস্তাবনা, লক্ষ্য বাজার, ব্যবসায়িক মডেল এবং বাজারে প্রবেশের পরিকল্পনা থাকতে হবে;

(জ) প্রস্তাবিত প্রযুক্তি, ডিজাইন বা পণ্যের মেধাস্বত্ব মালিকানা, লাইসেন্স বা ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট অবস্থান থাকতে হবে এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের অধিকার থাকলে তা প্রকাশ করতে হবে;

(ঝ) স্বাস্থ্য, ফিনটেক, কৃষি, বায়োটেকনোলজি, ড্রোন, সাইবার নিরাপত্তা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত খাতের ক্ষেত্রে প্রাথমিক নৈতিক, নিরাপত্তা, তথ্য সুরক্ষা ও নিয়ন্ত্রক ঝুঁকি শনাক্ত করতে হবে এবং তা মোকাবিলার পরিকল্পনা থাকতে হবে;

(ঞ) অনুদান চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে আবেদনকারীকে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী কোম্পানি বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হতে হবে, যদি আহ্বানপত্রে অন্যথা নির্ধারণ করা না হয়;

(ট) নিবন্ধিত আবেদনকারীর টিআইএন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিআইএন, ট্রেড লাইসেন্স এবং প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে; এবং

(ঠ) যে উদ্যোগ ইতোমধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ, উল্লেখযোগ্য নিয়মিত রাজস্ব বা পূর্ণাঙ্গ স্কেল-আপ পর্যায়ে পৌঁছেছে, সেটি এই ধাপের জন্য যোগ্য হবে না।

১৮। **ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস, ব্রিজ, ও ম্যাচিং ফান্ডিং।**—ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস ও ব্রিজ ফান্ডিং পর্যায়ে আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা:—

(ক) আবেদনকারীকে একটি নিবন্ধিত ও সক্রিয় স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান হতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের একটি কার্যকর ও পরীক্ষিত এমভিপি, পণ্য বা সেবা থাকতে হবে;

(খ) আবেদনকারীকে যাচাইকৃত বাজারগত অগ্রগতির প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে, যেমন-পরিশোধকারী গ্রাহক, বিক্রয়, সক্রিয় ব্যবহারকারী, পাইলট, ক্রয়াদেশ, চুক্তি, লেটার অব ইন্টেন্ট অথবা পুনরাবৃত্ত ব্যবহার;

(গ) আবেদনকারীর একটি সুস্পষ্ট ব্যবসায়িক মডেল, মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি, বাজারে প্রবেশ কৌশল, গ্রাহক অর্জন পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক ইউনিট ইকোনমিকস থাকতে হবে;

(ঘ) আবেদনকারীকে হালনাগাদ মালিকানা কাঠামো, ক্যাপ টেবিল, উপকারভোগী মালিকানা, প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকদের তথ্য এবং বিদ্যমান বিনিয়োগ, ঋণ ও আর্থিক দায় সম্পর্কে তথ্য দাখিল করতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীকে ব্যবস্থাপনা হিসাব, ব্যাংক বিবরণী, করসংক্রান্ত তথ্য, আর্থিক পূর্বাভাস, প্রধান চুক্তি, মেধাস্বত্ব তথ্য, নিয়ন্ত্রক নথি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দলিলসহ একটি ডিউ ডিলিজেন্স ডেটা রুম প্রস্তুত রাখতে হবে;

(চ) ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস সহায়তার ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সুশাসন, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়োগকারী প্রতিবেদন, কোম্পানি কমপ্লায়েন্স, ডেটা রুম, পিচ ডেক, আর্থিক মডেল এবং বিনিয়োগ আলোচনা পরিচালনায় বিদ্যমান ঘাটতি শনাক্ত করতে হবে;

(ছ) ব্রিজ ফান্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে, উক্ত ফান্ডিং একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সক্রিয় বেসরকারি বিনিয়োগ, ঋণ, ক্রয়চুক্তি বা অন্য অর্থায়ন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, কিন্তু উক্ত অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে সীমিত সময়ের জন্য অর্থায়ন ঘাটতি রয়েছে;

(জ) ব্রিজ ফান্ডিংয়ের আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারী বা অর্থায়নকারীর লেটার অব ইন্টেন্ট, টার্মশিট, বিনিয়োগ আলোচনা, ডিউ ডিলিজেন্স যোগাযোগ বা অন্য গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দাখিল করতে হবে;

(ঝ) আবেদনকারীকে বর্তমান নগদ অবস্থা, মাসিক ব্যয়, বিদ্যমান রানওয়ে, প্রস্তাবিত অর্থব্যবহার এবং অর্থায়ন বা বিনিয়োগ সম্পন্ন করার সময়সীমাবদ্ধ মাইলস্টোন দাখিল করতে হবে;

(ঞ) আবেদনকারীকে এমন একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ বা অর্থায়ন সম্পন্ন না হলে ব্যয়সংকোচন, বিকল্প অর্থায়ন, কার্যক্রম পুনর্গঠন বা নিয়ন্ত্রিত প্রস্থানের ব্যবস্থা উল্লেখ থাকবে;

(ট) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে গুরুতর ঋণখেলাপি, দেউলিয়াত্ব, মজুরি বকেয়া, কর খেলাপি, আর্থিক অনিয়ম বা পূর্ববর্তী সরকারি অনুদান অপব্যবহারের প্রমাণ থাকা যাবে না; এবং

(ঠ) ব্রিজ ফান্ডিং সাধারণত এককালীন ও সময়সীমাবদ্ধ সহায়তা হবে তবে একই অর্থায়ন ঘাটতির জন্য পুনঃপুন ব্রিজ ফান্ডিং প্রদান করা যাবে না, যদি না বিশেষ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লিখিত কারণ লিপিবদ্ধ করে অনুমোদন প্রদান করে।

১৯। অযোগ্যতা।—নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি, দল অথবা প্রতিষ্ঠান অনুদানের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবে, যথা:—

(ক) যারা মিথ্যা তথ্য, জাল দলিল অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করেছে;

(খ) যাদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ, দুর্নীতি, জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং, সাইবার অপরাধ অথবা ফৌজদারী আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে;

(গ) যারা পূর্বে সরকারি অনুদান গ্রহণ করে যথাযথ হিসাব বা প্রতিবেদন দাখিল করেনি;

(ঘ) যারা পূর্ববর্তী সরকারি অনুদানের অর্থ অপব্যবহার করেছে;

(ঙ) দেউলিয়া ঘোষিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(চ) সরকার কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত (Blacklisted) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ছ) যে স্টার্টআপ আইন, জনশৃঙ্খলা, জাতীয় নিরাপত্তা অথবা জনস্বাস্থ্যের পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(জ) অস্ত্র, মাদক, জুয়া, পর্নোগ্রাফি, অবৈধ আর্থিক কার্যক্রম অথবা আইনবিরোধী ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো উদ্যোগ;

(ঝ) একই প্রকল্পের জন্য একই সময়ে একাধিক সরকারি সংস্থা হতে একই উদ্দেশ্যে অনুদান গ্রহণকারী আবেদনকারী, যদি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে অনুমোদন প্রদান করে;

(ঞ) সরকার জনস্বার্থে, অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে।

২০। আবেদন প্রক্রিয়া।—আবেদন প্রক্রিয়া হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **আবেদন আহ্বান**—সরকার অথবা নির্ধারিত সরকার প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় অন্তর অথবা প্রয়োজন অনুসারে স্টার্টআপ অনুদানের জন্য আবেদন আহ্বান করবে, যা সরকারি ওয়েবসাইট, জাতীয় স্টার্টআপ প্ল্যাটফর্ম, জাতীয় দৈনিক পত্রিকা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম অথবা অন্য কোনো উপযুক্ত মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে।

(খ) **আবেদন দাখিল**—সকল আবেদন নির্ধারিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে দাখিল করতে হবে এবং আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন সনদের কপি, প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ব্যবসায়িক ও আর্থিক পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় তথ্যসহ পিচ ডেক, নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা (Declaration) এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য দাখিল করতে হবে।

(গ) **আবেদন যাচাই**—আবেদন গ্রহণের পর প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই (Eligibility Screening), নথি যাচাই (Document Verification), কারিগরি মূল্যায়ন (Technical Evaluation), প্রয়োজনবোধে মাঠ পর্যায়ে যাচাই (Field Verification), পিচিং (Pitch Presentation) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিউ ডিলিজেন্স (Due Diligence) ধাপে ধাপে যাচাই সম্পন্ন করা হবে।

(ঘ) **আবেদন মূল্যায়নের মানদণ্ড**—আবেদন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের নতুনত্ব, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, সমস্যা-সমাধানের ক্ষমতা, বাজার সম্ভাবনা, ব্যবসায়িক মডেল, রাজস্ব সম্ভাবনা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব, পরিবেশগত স্থায়িত্ব, প্রতিষ্ঠাতা দলের সক্ষমতা, বিনিয়োগ প্রস্তুতি এবং জাতীয় অগ্রাধিকার খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিবেচনা করা হবে।

(ঙ) **আবেদন গ্রহণ বা বাতিল—**

(১) অসম্পূর্ণ অথবা ভুল আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

(২) সরকার কোনো আবেদন গ্রহণ, স্থগিত অথবা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(৩) আবেদন বাতিলের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম; পত্র অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে অবহিত করা যাবে।

(৪) সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় আবেদন সংক্রান্ত মানদণ্ড, শর্তাবলি ও পদ্ধতি পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধন করতে পারবে।

পঞ্চম অধ্যায়

মূল্যায়ন কাঠামো, বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন, পিচিং এবং নির্বাচন কমিটি

২১। মূল্যায়ন কাঠামো।—মূল্যায়ন কাঠামো হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **মূল্যায়নের উদ্দেশ্য:** স্টার্টআপ অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, প্রতিযোগিতামূলক এবং মেধাভিত্তিক নির্বাচন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আবেদনসমূহ নির্ধারিত মূল্যায়ন কাঠামোর আওতায় মূল্যায়ন করা হবে।

(খ) **মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:** সকল আবেদন নিম্নবর্ণিত উপায়ে মূল্যায়ন করা হবে, যথা:—

প্রথম পর্যায়: আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই;

দ্বিতীয় পর্যায়: পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন ও সুপারিশ; এবং

তৃতীয় পর্যায়: চূড়ান্ত অনুমোদন।

(গ) **মূল্যায়নের মানদণ্ড:** আবেদনসমূহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে, যথা:—

(১) **প্রি-আইডিয়া এবং আইডিয়া অনুদান (Idea Grant) এর ক্ষেত্রে:**

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
সমস্যার গুরুত্ব ও সমর্থনকারী প্রমাণক (Problem significance and evidence)	২০ (20)
উদ্ভাবনী বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দৃষ্টি (Novelty and insight)	১৫ (15)
প্রতিষ্ঠাতা বা দলের অঙ্গীকার ও পরিপূরক সক্ষমতা (Founder or team commitment and complementary capability)	২০ (20)
গ্রাহক-অন্বেষণ ও শিখন পরিকল্পনা (Customer-discovery and learning plan)	১৫ (15)
কারিগরি সম্ভাব্যতা (Technical plausibility)	১০ (10)
প্রস্তাবিত অনুদান ব্যবহার ও ব্যয়ের সার্থকতা (Proposed use of funds and value for money)	১০ (10)
সম্ভাব্য সম্প্রসারণযোগ্যতা, প্রভাব বা অর্থনৈতিক মূল্য (Potential scalability, impact or economic value)	১০ (10)
মোট	১০০ (100)

(২) **প্রোটোটাইপ অনুদান (Prototype Grant) এর ক্ষেত্রে:**

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
সমস্যার প্রমাণ ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজন (Problem evidence and user need)	১৫ (15)
কারিগরি নকশা ও বাস্তবায়নযোগ্যতা (Technical design and feasibility)	২০ (20)
উদ্ভাবন ও স্বাতন্ত্র্য (Innovation and differentiation)	১৫ (15)
প্রোটোটাইপ নির্মাণ ও পরীক্ষণ পরিকল্পনা (Prototype build-and-test plan)	১৫ (15)
দলের সক্ষমতা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার (Team capability and access to resources)	১৫ (15)
বাজেটের বাস্তবসম্মততা ও ব্যয়ের সার্থকতা (Budget realism and value for money)	১০ (10)
মেধাস্বত্ব, নিয়ন্ত্রক ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা (IP, regulatory and risk awareness)	১০ (10)
মোট	১০০ (100)

(৩) **এমভিপি / প্রি-সিড অনুদান (MVP / Pre-Seed Grant) এর ক্ষেত্রে:**

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
এমভিপি প্রস্তুতি ও কারিগরি প্রমাণ (MVP readiness and Technical evidence)	২০ (20)
ব্যবহারকারী যাচাই ও বাজার-শিক্ষা (User validation and market learning)	২০ (20)
উদ্ভাবন ও প্রতিরক্ষাযোগ্যতা (Innovation and defensibility)	১৫ (15)

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
ব্যবসায়িক মডেল ও বাজারে প্রবেশের পথ (Business model and route to market)	১৫ (15)
দলের বাস্তবায়ন সক্ষমতা (Team execution capability)	১৫ (15)
আর্থিক পরিকল্পনা ও অর্থের ব্যবহার (Financial plan and use of funds)	৫ (5)
নিয়ন্ত্রক, মেধাস্বত্ব ও পরিচালন ঝুঁকি (Regulatory, IP and operational risk)	৫ (5)
সম্প্রসারণযোগ্যতা, কর্মসংস্থান বা প্রভাবের সম্ভাবনা (Scalability, employment or impact potential)	৫ (5)
মোট	১০০ (100)

(৪) **সিড (Seed), ইনভেস্টমেন্ট রেডিনেস, ব্রিজ ও ম্যাচিং ফান্ডিং**

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
যাচাইকৃত পণ্য ও বাজারগত অগ্রগতি (Verified product and traction)	২০ (20)
বাজারের আকার, গ্রাহক অর্জন ও প্রতিযোগিতা (Market size, customer acquisition and competition)	১৫ (15)
ব্যবসায়িক মডেল, মূল্য নির্ধারণ ও ইউনিট ইকোনমিকস (Business model, pricing and unit economics)	১৫ (15)
দল, সুশাসন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Team, governance and execution systems)	১৫ (15)
আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, বাজেট ও সহ-অর্থায়ন (Financial controls, budget and co-financing)	১২ (12)
প্রযুক্তি, মেধাস্বত্ব, নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রক প্রস্তুতি (Technology, IP, security and regulatory readiness)	১০ (10)

মূল্যায়নের মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Points)
প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, রপ্তানি বা প্রভাবের সম্ভাবনা (Growth, employment, export or impact potential)	৮ (8)
অতিরিক্ততা ও সরকারি অর্থের সার্থকতা (Additionality and value for public money)	৫ (5)
মোট	১০০ (100)

সংশ্লিষ্ট বাছাই বা পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটি এই মানদণ্ড ও হার পরিবর্তন বা আপডেট করতে পারবে যা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হবে।

(ঘ) **ন্যূনতম যোগ্যতার মাপকাঠি:** ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বরের ক্ষেত্রে—

(১) বাছাই কমিটির সুপারিশ মোতাবেক আবেদনকারীগণ পিচিং পর্যায়ের অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন;

(২) সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য পৃথক ন্যূনতম নম্বর নির্ধারণ করতে পারবে;

(৩) সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রয়োজন অনুযায়ী, সময় সময় ন্যূনতম যোগ্যতার নম্বর ও সংশ্লিষ্ট মানদণ্ড পরিবর্তন, পরিমার্জন অথবা সংশোধন করতে পারবে;

(ঙ) **স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest)**:—মূল্যায়নকারীর কোনো আবেদনকারীর সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আর্থিক, পারিবারিক অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকলে তিনি উক্ত আবেদন মূল্যায়ন করতে পারবেন না এবং মূল্যায়ন শুরুর পূর্বে প্রত্যেক মূল্যায়নকারীকে স্বার্থের সংঘাত সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র প্রদান করতে হবে।

২২। বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ মূল্যায়ন।—বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **মূল্যায়ন পদ্ধতি:** বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ প্রযুক্তিগত সম্ভাব্যতা (Technical Feasibility), উদ্ভাবনের মান, প্রযুক্তির প্রস্তুতি স্তর (Technology Readiness Level), বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনা, বাজার ঝুঁকি, আর্থিক ঝুঁকি, বাস্তবায়ন সক্ষমতা এবং জাতীয় অগ্রাধিকার খাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য মূল্যায়ন করবেন।

(খ) **মূল্যায়ন প্রতিবেদন:** মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে—

(১) প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞ পৃথকভাবে নির্ধারিত স্কোরিং শিটে মূল্যায়ন প্রদান করবেন।

(২) প্রত্যেক মূল্যায়নের লিখিত মন্তব্য সংরক্ষণ করতে হবে।

(৩) বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হবে।

(গ) **গোপনীয়তা:** বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ আবেদনকারীর তথ্য, প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, আর্থিক তথ্য এবং মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত সকল তথ্য গোপন রাখতে বাধ্য থাকবেন।

২৩। পিচিং।—পিচিং এর পদ্ধতি নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **পিচিংয়ের উদ্দেশ্য:** বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নে উত্তীর্ণ আবেদনকারীগণ নির্বাচন কমিটির সম্মুখে তাদের স্টার্টআপ, প্রযুক্তি, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনা উপস্থাপন করবেন।

(খ) **পিচিংয়ের বিষয়বস্তু:** পিচিংয়ে সমস্যার বিবরণ, উদ্ভাবনী সমাধান, প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রোটোটাইপ বা MVP, ব্যবসায়িক মডেল, বাজার বিশ্লেষণ, প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, রাজস্ব পরিকল্পনা, আর্থিক পূর্বাভাস, অনুদানের ব্যবহার পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে হবে।

(গ) **পিচিংয়ের পদ্ধতি:** পিচিং সরাসরি অথবা অনলাইনে অনুষ্ঠিত হতে পারবে এবং নির্বাচন কমিটি প্রয়োজনে অতিরিক্ত তথ্য, ডেমো অথবা প্রোটোটাইপ প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

২৪। স্টার্টআপ অনুদান নির্বাচন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ: স্টার্টআপ অনুদান নির্বাচন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটিসমূহ নিম্নরূপ, যথা:—

(১) (ক) **আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই কমিটি:** সরকার কর্তৃক স্টার্টআপ অনুদান নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই কমিটি গঠন করবে, যথা:—

ক্রমিক নং	পদবি	ভূমিকা
(১)	(২)	(৩)
(১)	যুগ্মসচিব/উপসচিব, আইসিটি গবেষণা ও প্রোমোশন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আহ্বায়ক
(২)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের স্টার্টআপ অনুদান সংক্রান্ত প্রকল্পের ০১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৩)	স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর ০১ (এক)জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৪)	ইন্ডাস্ট্রি/ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিশেষজ্ঞ ০১(এক) জন	সদস্য
(৫)	অধিশাখা/শাখা প্রধান (সংশ্লিষ্ট), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) **আবেদন গ্রহণ ও প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই কমিটির কার্যপরিধি:-** উক্ত কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দাখিলকৃত আবেদন গ্রহণ করা;

(২) আবেদনপত্র, দলিলাদি ও তথ্যের পূর্ণতা এবং এই প্রাথমিক যোগ্যতা যাচাই করা;

(৩) অসম্পূর্ণ, ভুল অথবা অযোগ্য আবেদন কারণসহ বাতিল করা; এবং

(৪) যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকা প্রস্তুত করে পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা।

(গ) **কমিটির সভা, সাচিবিক দায়িত্ব, ইত্যাদি:** কমিটির সভা আয়োজন, নথি ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সদস্য-সচিব কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকার নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা এই নীতিমালায় উল্লিখিত বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে।

(২) (ক) **পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটি:** সরকার কর্তৃক স্টার্টআপ অনুদান নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে, যথা:—

ক্রমিক নং	পদবি	ভূমিকা
(১)	(২)	(৩)
(১)	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আহ্বায়ক
(২)	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)	সদস্য
(৩)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মনোনীত অধ্যাপক	সদস্য
(৪)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)	সদস্য
(৫)	বাংলাদেশ ব্যাংক এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি (পরিচালক পর্যায়ের)	সদস্য
(৬)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি খাতের বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৭)	স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর ১ (এক) জন প্রতিনিধি	সদস্য
(৮)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিশেষজ্ঞ ১ (এক) জন	সদস্য
(৯)	যুগ্মসচিব/উপসচিব, আইসিটি গবেষণা ও প্রোমোশন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) **পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি:-** উক্ত কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) যোগ্য আবেদনকারীদের পিচিংয়ের আয়োজন করা;

(২) নির্ধারিত মানদণ্ড (১০০ নম্বর) অনুযায়ী কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পন্ন করা;

(৩) প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত তথ্য, ডেমো বা প্রোটোটাইপ চাইতে এবং নির্দিষ্টসংখ্যক বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সাব-কমিটি গঠন করা;

(৪) মূল্যায়নভিত্তিক নম্বর ও মন্তব্যসহ সুপারিশকৃত তালিকা প্রস্তুত করে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করা; এবং

(৫) মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বার্থের সংঘাত পরিহার ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করা।

(গ) **কমিটির সভা, সাচিবিক দায়িত্ব, ইত্যাদি:** কমিটির সভা আয়োজন, নথি ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সদস্য-সচিব কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকার-নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা এই নীতিমালায় উল্লেখিত অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।

(৩) (ক) **চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি:** সরকার কর্তৃক স্টার্টআপ অনুদান নির্বাচনের জন্য নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে, যথা:

ক্রমিক নং	পদবি	ভূমিকা
(১)	(২)	(৩)
(১)	সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	আহ্বায়ক
(২)	অনুবিভাগ প্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য
(৩)	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর একজন প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব)	সদস্য
(৪)	স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক	সদস্য
(৫)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি খাতের ১ (এক) জন বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(৬)	সরকার কর্তৃক মনোনীত ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বিশেষজ্ঞ ১ (এক) জন	সদস্য
(৭)	যুগ্মসচিব/উপসচিব, আইসিটি গবেষণা ও প্রোমোশন অনুবিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	সদস্য-সচিব

(খ) **চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি:** উক্ত কমিটির কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে অনুদান প্রাপ্তির চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন করা;

(২) প্রতিটি অনুমোদিত স্টার্টআপের অনুকূলে প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ চূড়ান্ত করা;

(৩) প্রয়োজনবোধে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন, বাতিল অথবা স্থগিতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং প্রয়োজনে কোনো আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করা;

(৪) অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের কাজের অগ্রগতি ও কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন করে অনুদান নবায়ন অথবা বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; এবং

(৫) কমিটির সিদ্ধান্ত ও তার কারণ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করা।

(গ) **কমিটির সভা, সাচিবিক দায়িত্ব, ইত্যাদি:** কমিটির সভা আয়োজন, নথি ও কার্যবিবরণী প্রস্তুতকরণ এবং আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য সদস্য-সচিব কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সাচিবিক ও প্রশাসনিক সহায়তাকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সরকার-নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা এই নীতিমালার অর্থ হতে নির্বাহ করা হবে।

(৪) **কমিটির সভা:** কমিটিসমূহের—

(১) আহ্বায়ক সভা আহ্বান করবেন;

(২) মোট সদস্যের কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে; এবং

(৩) সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণের চেষ্টা করা হবে, অন্যথায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অনুমোদন, অনুদান চুক্তি, অর্থ ছাড় ইত্যাদি

২৫। অনুমোদনকারী।—(১) অনূর্ধ্ব ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অনুদানের ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বিবেচনাক্রমে সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ অনুমোদন করবে।

(২) ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার অনুদানের ক্ষেত্রে, চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ বিবেচনাক্রমে মন্ত্রী অনুমোদন করবেন।

(৩) পিচিং এবং কারিগরি ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মূল্যায়ন কমিটি বা সরকার স্টার্টআপ অনুদান অনুমোদন করবে।

(৪) সরকার, প্রয়োজনে অনুদানের পরিমাণ বিভিন্ন স্তরের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারবে।

২৬। অনুমোদনের ভিত্তি।—অনুদান অনুমোদনের ভিত্তি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নির্বাচন কমিটির সুপারিশ;

(খ) বিশেষজ্ঞ/কারিগরি বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন প্রতিবেদন;

(গ) পিচিংয়ের ফলাফল;

(ঘ) নির্ধারিত বাজেটের প্রাপ্যতা; এবং

(ঙ) ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Assessment) এবং সরকারের নীতিগত নির্দেশনা।

২৭। শর্তযুক্ত অনুমোদন।—(১) সরকার, প্রয়োজনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে—

(ক) কোম্পানি নিবন্ধন;

(খ) মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) নিবন্ধনের আবেদন;

(গ) ব্যাংক হিসাব খোলা;

(ঘ) প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা অনুমোদন গ্রহণ; এবং

(ঙ) অতিরিক্ত দলিল দাখিল অথবা অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে অনুদান অনুমোদন করতে পারবে।

(২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৮। অনুমোদনপত্র।—(১) আবেদনকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে তাকে একটি অনুদান অনুমোদনপত্র (Grant Approval Letter) প্রদান করা হবে।

(২) অনুমোদনপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকবে, যথা:—

(ক) অনুমোদিত অনুদানের পরিমাণ;

(খ) প্রকল্পের মেয়াদ;

(গ) অর্থছাড়ের কিস্তি;

(ঘ) কর্মসম্পাদন সূচক (KPI);

(ঙ) মাইলস্টোন; এবং

(চ) বিশেষ শর্তাবলি এবং প্রতিবেদন দাখিলের সময়সূচি।

২৯। অনুদান চুক্তি সম্পাদন।—অনুদানের অর্থ প্রদানের পূর্বে সরকার এবং অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের মধ্যে একটি অনুদান চুক্তি (Grant Agreement) সম্পাদিত হবে, তবে চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে কোনো অর্থছাড় প্রদান করা যাবে না।

৩০। চুক্তির বিষয়বস্তু।—চুক্তিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা:—

(ক) চুক্তিতে অনুদানের উদ্দেশ্য;

(খ) অনুমোদিত বাজেট;

(গ) ব্যয়যোগ্য খাত;

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়সীমা;

(ঙ) কর্মসম্পাদন সূচক (KPI);

(চ) মাইলস্টোন;

(ছ) প্রতিবেদন দাখিলের সময়সূচি;

(জ) অর্থছাড়ের শর্ত;

(ঝ) নিরীক্ষা ও পরিদর্শনের অধিকার;

(ঞ) মেধাস্বত্ব (Intellectual Property) সম্পর্কিত বিধান;

(ট) তথ্যের গোপনীয়তা;

(ঠ) অনুদান স্থগিত, বাতিল ও অর্থ পুনরুদ্ধারের বিধান;

(ড) বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত।

৩১। অনুদানগ্রহীতার দায়িত্ব।—অনুদানগ্রহীতার দায়িত্ব নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অনুদানগ্রহীতা অনুমোদিত উদ্দেশ্যে অনুদানের অর্থ ব্যবহার করবে;

(খ) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;

(গ) নিয়মিত অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করা;

(ঘ) হিসাব ও প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করা;

(ঙ) সরকার বা নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবে এবং চুক্তির সকল শর্ত যথাযথভাবে পালন করা।

৩২। সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট দায়িত্বপালন।—সরকারের দায়িত্ব হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মেন্টরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা;

(খ) নির্ধারিত সময়ে অর্থছাড় নিশ্চিত করা;

(গ) অনুদান গ্রহীতার স্টার্টআপের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা;

(ঘ) প্রয়োজনবোধে মাঠ পরিদর্শন পরিচালনা করবে এবং KPI অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তি অনুমোদন করা।

৩৩। অর্থছাড়ের নীতি।—(১) অনুদানের অর্থ এককালীন অথবা কিস্তিভিত্তিক প্রদান করা যাবে।

(২) অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে কর্মসম্পাদনভিত্তিক (Performance-based) হবে এবং নির্ধারিত মাইলস্টোন ও KPI অর্জনের ভিত্তিতে পরবর্তী কিস্তি প্রদান করা হবে।

৩৪। অর্থছাড়ের পর্যায়।—নীতিমালায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কিস্তিতে অর্থ ছাড়ের সিদ্ধান্ত হলে প্রাথমিকভাবে অর্থছাড় নিম্নরূপ হতে পারবে:

ধাপ	অর্থছাড়ের হার
চুক্তি সম্পাদনের পর	৪০% - ৫০%
প্রথম মাইলস্টোন অর্জনের পর	৩০% - ২৫%
প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুমোদনের পর	৩০% - ২৫%

ব্যাখ্যা: সরকার স্টার্টআপের ধরন ও প্রকল্পের প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থছাড়ের হার পরিবর্তন করতে পারবে বা কমিটিও ভিন্ন হার প্রস্তাব করতে পারবে।

৩৫। অর্থছাড়ের পূর্বশর্ত।—অর্থছাড়ের পূর্বে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে, যথা:—

(ক) পরবর্তী কিস্তির অর্থছাড়ের পূর্বে পূর্ববর্তী কিস্তির অর্থের যথাযথ ব্যবহার;

(খ) নির্ধারিত মাইলস্টোন অর্জন;

(গ) অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুমোদন;

(ঘ) আর্থিক বিবরণী দাখিল;

(ঙ) মাঠ পর্যায়ে যাচাই এবং পর্যবেক্ষণ কমিটির সুপারিশ সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন।

৩৬। অর্থছাড়ের পদ্ধতি।—অনুদানের অর্থ অনুদানগ্রহীতার নামে পরিচালিত নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) বা সরকার অনুমোদিত যেকোনো পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রদান করা হবে, তবে কোনো অবস্থাতেই নগদ অর্থ প্রদান করা যাবে না।

৩৭। অর্থছাড় স্থগিত।—নিম্নলিখিত কারণে সরকার অর্থছাড় স্থগিত করতে পারে, যথা:-

(ক) মাইলস্টোন অর্জনে ব্যর্থতা;

(খ) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য বিলম্ব;

(গ) অনুদানের অপব্যবহারের অভিযোগ; এবং

(ঘ) ভুল বা মিথ্যা তথ্য প্রদান অথবা চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন।

সপ্তম অধ্যায়

কর্মসম্পাদন সূচক, মাইলস্টোন, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন

৩৮। কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) ও মাইলস্টোন (Milestone) এর উদ্দেশ্য।—স্টার্টআপ অনুদানের কার্যকর বাস্তবায়ন, ফলাফলভিত্তিক অর্থছাড় (Performance-based Disbursement), জবাবদিহিতা এবং প্রভাব মূল্যায়ন নিশ্চিত করাই প্রত্যেক অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) ও মাইলস্টোন এর উদ্দেশ্য।

৩৯। কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) নির্ধারণ।—(১) অনুদান অনুমোদনের পূর্বে সরকার এবং অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে KPI নির্ধারণ করা হবে।

(২) KPI স্টার্টআপের প্রকৃতি, খাত, উন্নয়নের ধাপ এবং অনুদানের পরিমাণ অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে।

(৩) KPI অনুদান চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

৪০। KPI এর ধরন।—KPI এর ধরন নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) **প্রযুক্তিগত সূচক:** প্রযুক্তিগত সূচকসমূহ হলো—

(১) প্রোটোটাইপ বা MVP সম্পন্নকরণ;

(২) পণ্য প্রকাশ;

(৩) সফটওয়্যার সংস্করণ স্থাপন;

(৪) প্রযুক্তির প্রস্তুতি স্তর (TRL) অর্জন; এবং

(৫) সাইবার নিরাপত্তা কমপ্লায়েন্স এবং মেধাস্বত্ব (পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক) আবেদন বা নিবন্ধন;

(খ) **ব্যবসায়িক সূচক:** ব্যবসায়িক সূচকসমূহ হলো—

(১) গ্রাহক অর্জন;

(২) সক্রিয় ব্যবহারকারী;

(৩) বিক্রয় বা রাজস্ব;

(৪) বাজার সম্প্রসারণ; এবং

(৫) বিনিয়োগ সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ;

(গ) **আর্থিক সূচক:** আর্থিক সূচকসমূহ হলো—

(১) অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ব্যয়;

(২) ম্যাচিং ফান্ড সংগ্রহ; এবং

(৩) আর্থিক স্বচ্ছতা এবং নিরীক্ষা সম্মতি;

(ঘ) **সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচক:** সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকসমূহ হলো—

(১) কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(২) নারী কর্মসংস্থান;

(৩) সামাজিক প্রভাব;

(৪) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এ অবদান এবং পরিবেশগত প্রভাব।

৪১। KPI পুনঃনির্ধারণ।—বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার, যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক নির্বাচন কমিটির অনুমোদনক্রমে KPI বা মাইলস্টোন সংশোধন করতে পারবে।

৪২। পরিবীক্ষণের (Monitoring) উদ্দেশ্য।—অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের কার্যক্রম, অর্থ ব্যবহার, কর্মসম্পাদন এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সরকার কর্তৃক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা পরিবীক্ষণের (Monitoring) উদ্দেশ্য।

৪৩। পরিবীক্ষণের পদ্ধতি।—নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে স্টার্টআপের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা হবে, যথা:—

(ক) ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম;

(খ) নিয়মিত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা;

(গ) মাঠ পরিদর্শন (Field Visit); ভার্চুয়াল পরিদর্শন;

(ঘ) ড্যাশবোর্ডভিত্তিক পর্যবেক্ষণ; এবং

(ঙ) আর্থিক ও কারিগরি নিরীক্ষা।

৪৪। ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ।—সরকার, একটি স্টার্টআপ গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (SGMIS) অথবা সমজাতীয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে KPI ট্র্যাকিং, মাইলস্টোন পর্যবেক্ষণ, আর্থিক পর্যবেক্ষণ, ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা, ড্যাশবোর্ড রিপোর্টিং এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জিআইএস বা জিও ট্যাগড প্রমাণ সংরক্ষণ পরিচালনা করতে পারবে।

৪৫। প্রতিবেদন (Reporting) দাখিল।—অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবে, যথা:—

(ক) ত্রৈমাসিক কর্মসম্পাদন প্রতিবেদন;

(খ) আর্থিক প্রতিবেদন;

(গ) KPI অর্জনের প্রতিবেদন; এবং

(ঘ) ঝুঁকি ও সমস্যা বিশ্লেষণ এবং প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (Completion Report)।

৪৬। প্রতিবেদন পর্যালোচনা।—সরকার প্রতিবেদন যাচাই করবে, প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা চাইতে পারবে অথবা মাঠ পর্যায়ে তথ্য যাচাই করতে পারবে এবং পরবর্তী অর্থছাড়ের জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

৪৭। চূড়ান্ত প্রতিবেদন।—প্রকল্প সমাপ্তির পর অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপ চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে যাতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যথা:—

(ক) অর্জিত KPI;

(খ) মাইলস্টোন বাস্তবায়ন;

(গ) আর্থিক বিবরণী;

(ঘ) প্রকল্পের ফলাফল;

(ঙ) সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব;

(চ) কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

(ছ) ভবিষ্যৎ ব্যবসায় পরিকল্পনা; এবং

(জ) বিনিয়োগ সংগ্রহের অবস্থা এবং শিক্ষণীয় বিষয় (Lessons Learned)।

৪৮। তথ্য প্রকাশ।—সরকার, জনস্বার্থে অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের নাম, অনুদানের পরিমাণ, প্রকল্পের অবস্থা, অর্জিত ফলাফল এবং সামগ্রিক কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপের তথ্য প্রকাশ করতে পারবে, তবে বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল তথ্য, মেধাস্বত্ব এবং ব্যক্তিগত তথ্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী গোপন রাখা যাবে।

৪৯। প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Assessment)।—সরকার প্রয়োজনে স্বাধীন মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রকল্পের ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা করতে পারবে এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে উক্ত মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে।

অষ্টম অধ্যায়

মেন্টরিং, ইনকিউবেশন, অ্যাক্সেলারেশন, বিনিয়োগ প্রস্তুতি ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম

৫০। মেন্টরিং (Mentoring) এর উদ্দেশ্য।—অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের উদ্যোক্তাদের দক্ষতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, বাজার সম্প্রসারণ এবং বিনিয়োগ প্রস্তুতি উন্নয়ন মেন্টরিং এর উদ্দেশ্য।

৫১। মেন্টর প্যানেল।—(১) সরকার একটি স্টার্টআপ মেন্টর প্যানেল (Startup Mentor Panel) গঠন করবে।

(২) উক্ত প্যানেলে সফল উদ্যোক্তা, শিল্পখাতের বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও গবেষক, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ও অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর, ব্যবসায় উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, আইন, মেধাস্বত্ব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, গ্লোবাল এক্সেলারেটর ফার্ম, ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকার, রেপুটেড কনসাল্টিং ফার্ম, মেন্টর নেটওয়ার্ক/প্লাটফর্ম, এই নীতিমালার অধীনে অনুদানপ্রাপ্ত সফল উদ্যোক্তা এবং আন্তর্জাতিক মেন্টর ও প্রবাসী বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞগণ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন।

৫২। মেন্টরিং সেবার পরিধি।—মেন্টরিং সেবার পরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) মেন্টরিং কর্মসূচির আওতায় ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়ন;

(খ) পণ্য ও প্রযুক্তি উন্নয়ন;

(গ) বাজার বিশ্লেষণ;

(ঘ) বিপণন কৌশল;

(ঙ) আর্থিক পরিকল্পনা;

(চ) কর্পোরেট সুশাসন;

(ছ) আইনগত ও নিয়ন্ত্রক পরামর্শ;

(জ) মেধাস্বত্ব (IP) ব্যবস্থাপনা;

(ঝ) রপ্তানি প্রস্তুতি এবং বিনিয়োগকারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

৫৩। মেন্টরিংয়ের সময়কাল।—স্টার্টআপের প্রয়োজন অনুযায়ী মেন্টরিংয়ের সময়কাল, পদ্ধতি এবং মেন্টর পরিবর্তনের বিষয় সরকার নির্ধারণ করবে।

৫৪। অ্যাক্সেলারেশন (Acceleration) এর উদ্দেশ্য।—আইডিয়া পরবর্তী বা উন্নয়নশীল (Growth Stage) স্টার্টআপসমূহকে দ্রুত বাজার সম্প্রসারণ, রাজস্ব বৃদ্ধি, বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সহায়তা প্রদান করা, মানসম্পন্ন এক্সেলারেটর তৈরি অথবা স্বনামধন্য গ্লোবাল এক্সেলারেটরকে বাংলাদেশে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করানো অ্যাক্সেলারেশন এর উদ্দেশ্য।

৫৫। অ্যাক্সেলারেশন সেবার পরিধি।—অ্যাক্সেলারেশন সেবার পরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অ্যাক্সেলারেশন কর্মসূচির আওতায় উন্নত ব্যবসায়িক পরামর্শ;

(খ) কর্পোরেট অংশীদারিত্ব;

(গ) বিনিয়োগকারী সংযোগ (Investor Connect);

(ঘ) সরকারি ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ সহায়তা;

(ঙ) রপ্তানি প্রস্তুতি;

(চ) আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও প্রযুক্তি মেলায় অংশগ্রহণ;

(ছ) আন্তর্জাতিক অ্যাক্সেলারেশন প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ;

(জ) ডিজিটাল মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং সহায়তা অন্যান্য টেকনিকাল অ্যাসিস্ট্যান্স অথবা কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ও কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা।

৫৬। অ্যাক্সেলারেশন অংশীদার।—সরকার, দেশি ও আন্তর্জাতিক অ্যাক্সেলারেটর, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি কোম্পানি, উন্নয়ন সহযোগী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব স্থাপন করতে পারবে।

৫৭। বিনিয়োগ প্রস্তুতির (Investment Readiness) উদ্দেশ্য।—অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপসমূহকে দেশি ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ আকর্ষণের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রস্তুতি কর্মসূচি পরিচালনা করা বিনিয়োগ প্রস্তুতির মূল উদ্দেশ্য।

৫৮। বিনিয়োগ প্রস্তুতি কর্মসূচি।—বিনিয়োগ প্রস্তুতির আওতায় ব্যবসায়িক মূল্যায়ন (Business Valuation), আর্থিক মডেলিং, বিনিয়োগ পিচ ডেক প্রস্তুতকরণ, কর্পোরেট গভর্ন্যান্স, ডিউ ডিলিজেন্স প্রস্তুতি, আইনি ও নিয়ন্ত্রক কমপ্লায়েন্স, শেয়ারহোল্ডিং কাঠামো উন্নয়ন, বিনিয়োগ আলোচনা (Investment Negotiation), টার্ম শিট (Term Sheet) বোঝাপড়া এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম বিনিয়োগ প্রস্তুতি কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত হবে।

৫৯। বিনিয়োগ সংযোগ (Investor Connect)।—সরকার, ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড, অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর নেটওয়ার্ক, কর্পোরেট ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, ইমপ্যাক্ট ইনভেস্টর, উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (DFI), ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী, ফ্যামিলি অফিস এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডসহ সরকারের অনুমোদিত অন্যান্য বিনিয়োগ প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে স্টার্টআপের সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করতে পারবে।

৬০। অনুদান ও বিনিয়োগের সম্পর্ক।—(১) এই নীতিমালার অধীন প্রদত্ত অনুদান অ-ইকুইটি (Non-equity Grant) হিসেবে বিবেচিত হবে, যদি না সরকার বিশেষ ক্ষেত্রে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(২) প্রচলিত আইন, বিধি-বিধান এবং অনুদান চুক্তির শর্তাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপ ভবিষ্যতে দেশি বা আন্তর্জাতিক উৎস হতে ইকুইটি, ঋণ, কনভার্টিবল ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা অন্যান্য বৈধ বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবে।

(৩) সরকার, বিনিয়োগ সংগ্রহে সহায়তা প্রদান করলেও কোনো বিনিয়োগের আর্থিক বা বাণিজ্যিক ঝুঁকির জন্য দায়ী থাকবে না।

৬১। প্রমোশন, ব্র্যান্ডিং ও দৃশ্যমানতা।—(১) সরকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের পরিচিতি, বিশ্বাসযোগ্যতা ও দৃশ্যমানতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রচার, প্রমোশন ও ব্র্যান্ডিং কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(২) সরকার, একটি অভিন্ন জাতীয় স্টার্টআপ ব্র্যান্ড পরিচিতি (National Startup Brand Identity) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে এবং তা সরকারি কর্মসূচি, প্রচার মাধ্যম ও আন্তর্জাতিক উপস্থাপনায় ব্যবহার করা যাবে।

(৩) প্রমোশন ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের আওতায় স্টার্টআপ সম্মেলন, প্রদর্শনী, রোড শো, পিচিং প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবন মেলা ও ডেমো ডে আয়োজন, জাতীয় স্টার্টআপ পুরস্কার প্রবর্তন, সফল স্টার্টআপের সাফল্য গাথা (Success Story) প্রচার, ডিজিটাল ও গণমাধ্যম প্রচার এবং সচেতনতা ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহ কর্মসূচি পরিচালনা করা যাবে।

(৪) সরকার, আন্তর্জাতিক স্টার্টআপ সম্মেলন, প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও বিনিয়োগ ফোরামে বাংলাদেশি স্টার্টআপের অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

(৫) সরকার, প্রমোশন ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্পখাত, ইনকিউবেটর, অ্যাক্সেলারেটর, গণমাধ্যম, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করতে পারবে।

(৬) সকল প্রচার ও ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, রুচিশীলতা, তথ্যের যথার্থতা এবং সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে।

৬২। জাতীয় স্টার্টআপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা।—(১) সরকার স্টার্টআপ অনুদান কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, তথ্য ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত জাতীয় স্টার্টআপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম (National Startup Digital Platform) প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে।

(২) উক্ত প্ল্যাটফর্ম স্টার্টআপের সম্পূর্ণ জীবনচক্র (Startup Lifecycle) ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সিঙ্গেল উইন্ডো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৬৩। প্ল্যাটফর্মের সেবার পরিধি।—প্ল্যাটফর্মের সেবার পরিধি হবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) জাতীয় স্টার্টআপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্টার্টআপ নিবন্ধন ও জাতীয় ডাটাবেজ প্রস্তুত;

(খ) অনলাইন আবেদন ও ই-ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা;

(গ) অনলাইন মূল্যায়ন ও পিচিং ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) ডিজিটাল চুক্তি (e-Agreement);

(ঙ) অনুদান ব্যবস্থাপনা;

(চ) KPI ও মাইলস্টোন ট্র্যাকিং;

(ছ) ড্যাশবোর্ড ও অ্যানালিটিক্স;

(জ) ইনভেস্টর কানেক্ট, মেন্টর ও ইনকিউবেটর/অ্যাক্সেলারেটর ম্যাচিং;

(ঝ) অনলাইন রিপোর্টিং; এবং

(ঞ) অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি (Grievance Management) এবং API-এর মাধ্যমে অন্যান্য সরকারি তথ্যভান্ডারের সঙ্গে তথ্য বিনিময়।

৬৪। প্ল্যাটফর্মের আন্তঃসংযোগ (Integration)।—জাতীয় স্টার্টআপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র (NID), BIN, পাসপোর্ট, জন্মনিবন্ধন ইত্যাদি যাচাই ব্যবস্থা, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং সরকার অনুমোদিত অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থার সাথে আন্তঃসংযুক্ত (Integrated) করা যাবে।

৬৫। ড্যাশবোর্ড ও তথ্য প্রকাশ।—সরকার, নীতিনির্ধারণ, কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্ল্যাটফর্মে একটি জাতীয় স্টার্টআপ ড্যাশবোর্ড (National Startup Dashboard) পরিচালনা করতে পারবে, যেখানে মোট নিবন্ধিত ও অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপ, খাতভিত্তিক এবং বিভাগ ও জেলাভিত্তিক তথ্য, নারী নেতৃত্বাধীন স্টার্টআপ, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ, রপ্তানি ও উদ্ভাবনের সমষ্টিগত পরিসংখ্যান প্রকাশ করা যাবে, তবে ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল এবং মেধাস্বত্ব সম্পর্কিত তথ্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী গোপন রাখা হবে।

৬৬। তথ্যের নিরাপত্তা ও ডেটা সুশাসন।—প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষিত তথ্যের গোপনীয়তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রচলিত আইন, তথ্য সুরক্ষা নীতি এবং সাইবার নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুসরণ করা হবে।

নবম অধ্যায়

অনুদানের ব্যবহার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ক্রয়, নিরীক্ষা ও হিসাব সংরক্ষণ

৬৭। অনুদানের ব্যবহারের ক্ষেত্র।—অনুদানপ্রাপ্ত অর্থ শুধুমাত্র অনুমোদিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং অনুদান চুক্তিতে নির্ধারিত কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

৬৮। অনুমোদিত অর্থ ব্যয়ের খাত।—অনুদানের অর্থ, পণ্য, সফটওয়্যার, প্রযুক্তি ও প্রোটোটাইপ উন্নয়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D), পরীক্ষণ, পাইলটিং ও পণ্য যাচাইকরণ, প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ সেবা, মেধাস্বত্ব (পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক) নিবন্ধন, ক্লাউড, সার্ভার, সফটওয়্যার লাইসেন্স ও ডিজিটাল অবকাঠামো, পরীক্ষাগার, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত উপকরণ, বিপণন ও বাজার যাচাইকরণ, ব্যবসায় উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন এবং সরকার-অনুমোদিত অন্যান্য খাতে ব্যয় করা যাবে।

৬৯। অনুমোদিত অর্থ যেসব খাতে ব্যয় করা যাবে না।—অনুদানের অর্থ, প্রতিষ্ঠাতা বা পরিচালকদের ব্যক্তিগত ব্যয়, ব্যক্তিগত ঋণ পরিশোধ, জমি বা ভবন ক্রয় (সরকারের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত), বিলাসবহুল যানবাহন, আসবাবপত্র বা ব্যক্তিগত সম্পদ ক্রয়, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অবৈধ কার্যক্রম, লভ্যাংশ বা মুনাফা বিতরণ এবং সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ অন্য কোনো খাতে ব্যয় করা যাবে না।

৭০। ব্যয় পুনর্বিন্যাস।—অনুমোদিত অর্থের কোনো প্রধান ব্যয়ের খাত এ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রে, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৭১। আর্থিক ব্যবস্থাপনা।—অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে হবে এবং অনুদানের অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে ও প্রতিটি ব্যয়ের সমর্থনে যথাযথ ভাউচার, বিল ও দলিলাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

৭২। ক্রয় নীতি।—অনুদানের অর্থে পরিচালিত ক্রয়কার্য মিতব্যয়িতা, দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সমতার নীতির ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

৭৩। হিসাব সংরক্ষণ।—অনুদানগ্রহীতা প্রকল্প সংক্রান্ত সকল আর্থিক হিসাব, রেকর্ড ও দলিলাদি প্রকল্প সমাপ্তির পর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে এবং সরকার নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী উক্ত রেকর্ড উপস্থাপন করবে।

৭৪। সম্পদ ব্যবস্থাপনা।—অনুদানের অর্থে ক্রয়কৃত মূলধনী সম্পদ (Capital Asset) অনুদান চুক্তিতে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর উক্ত সম্পদের ব্যবহার বা হস্তান্তর সম্পর্কে সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে।

৭৫। নিরীক্ষা।—অনুদান কর্মসূচি এবং অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিটি স্টার্টআপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বাহ্যিক নিরীক্ষা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হবে।

৭৬। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা।—সরকার অনুদান কর্মসূচির আর্থিক, কারিগরি, বাস্তবায়ন ও সুনাম-সংক্রান্ত ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ, মূল্যায়ন ও প্রশমনের জন্য একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Risk Management Framework) অনুসরণ করবে এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৭৭। সততা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ।—অনুদান কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সততা, নৈতিকতা এবং স্বার্থের সংঘাত পরিহারের নীতি প্রতিপালন করবে এবং দুর্নীতি, জালিয়াতি বা অনিয়মের অভিযোগ প্রচলিত আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা হবে।

দশম অধ্যায়

সুশাসন, অভিযোগ নিষ্পত্তি, অনুদান বাতিল, অর্থ পুনরুদ্ধার ও প্রস্থান

৭৮। স্বচ্ছতা।—(১) অনুদান সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, সুশাসন এবং বৈষম্যহীনতার নীতি অনুসরণ করা হবে।

(২) সরকার অনুদান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশ করতে পারবে, তবে প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত, ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিকভাবে সংবেদনশীল এবং মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত তথ্য গোপন রাখা হবে।

(৩) অনুদান ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রম যথাসম্ভব ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৭৯। জবাবদিহিতা।—(১) অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপ অনুদানের যথাযথ ব্যবহার, কর্মসম্পাদন এবং অনুদান চুক্তির শর্তাবলি প্রতিপালনের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

(২) সরকার অনুদান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কার্যকর তদারকি, মূল্যায়ন এবং প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

(৩) অনুদান ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালা এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী দায়বদ্ধ থাকবে।

৮০। অভিযোগ নিষ্পত্তি।—(১) অনুদান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ, নিষ্পত্তি এবং আপিলের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার (Grievance Redress System) প্লাটফরমে অভিযোগ দায়ের করতে পারবে।

(২) অভিযোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮১। অনুদান বাতিল।—(১) মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান, অনুদানের অর্থের অপব্যবহার, অনুদান চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, জালিয়াতি, দুর্নীতি অথবা অন্য কোনো অবৈধ কার্যকলাপে সম্পৃক্ততা অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে সরকার অনুদান আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারবে।

(২) অনুদান বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট স্টার্টআপকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৮২। অর্থ পুনরুদ্ধার।—(১) অনুদানের অর্থ অপব্যবহার, প্রতারণা, চুক্তিভঙ্গ অথবা অন্য কোনো অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেলে সরকার অনুদানের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ পুনরুদ্ধার করতে পারবে।

(২) পুনরুদ্ধারযোগ্য অর্থ, প্রথমত, অনুদানগ্রহীতা কর্তৃক ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানযোগ্য হবে। ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হলে উক্ত অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 এবং সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি দাবি হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৩) অর্থ পুনরুদ্ধার ছাড়াও সরকার প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে ভবিষ্যতে সরকারি অনুদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করতে পারবে এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রশাসনিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮৩। সমাপন ও পরিসমাপ্তি (Completion and Exit Policy)।—(১) অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপ নির্ধারিত কর্মসূচি, অনুদান চুক্তি এবং কর্মসম্পাদন সূচক (KPI) সফলভাবে সম্পন্ন করলে তাকে কর্মসূচি হতে প্রস্থান (Exit) সম্পন্ন বলে গণ্য করা হবে।

(২) প্রস্থান পরবর্তী পর্যায়ে, স্টার্টআপ, সরকার অন্যান্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বিনিয়োগ সংযোগ, বাজার সম্প্রসারণ, রপ্তানি উন্নয়ন অথবা স্কেল আপ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য হতে পারবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনে অনুদানপ্রাপ্ত স্টার্টআপের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রস্থান পরবর্তী পর্যবেক্ষণ (Post-Exit Tracking) পরিচালনা করতে পারবে।

একাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৮৪। ক্ষমতা অর্পণ।—এই নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, আদেশ অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৮৫। ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা।—এই নীতিমালার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে উক্ত বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে, তবে বিষয়টি আর্থিক সংশ্লিষ্ট হলে অর্থ বিভাগের মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত হবে।

৮৬। নীতিমালা পর্যালোচনা।—এই নীতিমালা সরকার সময় সময় পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও হালনাগাদ করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd